যুগান্তর

তারিখ 25 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই

মঠবাড়িয়ায় ১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু হচ্ছে

মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি

নতুন শিক্ষা নীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় ১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, পর্যাপ্ত শিক্ষক, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য প্রস্তুতি ছাড়াই ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির সিদ্ধান্তে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার লক্ষ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১১টি ইউনিয়ন থেকে একটি করে এবং পৌরশহর থেকে একটি মোট ১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেগুলো হল— ১নং তুষখালী ইউনিয়নের উত্তর বড়মাছুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২নং ধানী সাফা ইউনিয়নের সাফা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩নং মিরুখালী ইউনিয়নের ওয়াহেদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪নং দাউদখালী ইউনিয়নের পাঠাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫নং মঠবাড়িয়া সদর ইউনিয়নের আক্কার মানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬নং টিকিকাটা ইউনিয়নের দক্ষিণ ঘোষের টিকিকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭নং বেতমোর ইউনিয়নের রাজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮নং আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯নং সাপলেজ ইউনিয়নের ঝাটিবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০নং হলতা ওলিপাখালী ইউনিয়নের কবুতরখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়নের বড়মাছুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মঠবাড়িয়া পৌরশহরের ৫৬নং মঠবাড়িয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ কোনটাই নেই

এসব বিদ্যালয় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য নেই কোন অবকাঠামো এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ কোনটাই নেই। এদিকে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা জানান, প্রাথমিক গণ্ডি পেরিয়ে একজন শিক্ষার্থী ভিন্ন পরিবেশে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলে শিক্ষার্থীরা মানুষিকভাবে পূর্ণতা পাবে। তারা আরও জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিক্ষার্থীকে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা দিলে তাদের মানুষিক পূর্ণতায় ঘাটতি দেখা দেবে।